بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৩৯-০৯/০৯ | শুক্রবার, ০৯ রমযান, ১৪৩৯ হিজরী | ২৫/০৫/২০১৮ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ভারতের সাথে ৫০০ মিলিয়ন ডলারের ঋণ নিয়ে সমরাস্ত্র ক্রয় চুক্তির পুরস্কার হিসেবে শেখ হাসিনাকে ডি.লিট (D. Litt) উপাধী দেয়ায়, দেশের জনগণ ভুলে যাবে না চরম শত্রুরাষ্ট্র হিসেবে ভারতের পরিচয় কিংবা এই শাসকগোষ্ঠীর সহযোগীতায় পিলখানায় নৃশংস হত্যাকাণ্ডে ভারতের ভুমিকা

নিম্নমানের ভারতীয় সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ে ভারতের সাথে সদ্য স্বাক্ষরিত ঋণ সহায়তার চুক্তির নামে দাসখতের পুরস্কার হিসেবে শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক (!) ডি.লিট (D. Litt) উপাধী দিতে যাচ্ছে ভারত। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শেখ হাসিনাকে দুইদিনের (২৫ ও ২৬ মে, ২০১৮) জন্য ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যেখানে বিশ্বভারতীতে বাংলাদেশ ভবনের ফলক উন্মোচনসহ তাকে সম্মানসূচক (!) ডি.লিট উপাধী প্রদান করা হবে। তাছাড়া, নরেন্দ্র মোদীর সাথে শেখ হাসিনার অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বাংলাদেশের স্বার্থকে ঘীরে যে কোন আলোচনা হবেনা এটা সুনিশ্চিত।

উল্লেখ্য যে, গত ৯ই মে, ২০১৮, বাংলাদেশ সরকার, ভারত কর্তৃক প্রদত্ত ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা কোন খাতে ও কিভাবে ব্যয় হবে তার শর্ত ও প্রক্রিয়া নিয়ে একটি নতজানু কাঠামোগত চুক্তিতে (Framework Agreement) স্বাক্ষর করেছে, যেটাকে ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণের প্রয়াস হিসেবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কতই না অপমানজনক শত্রুরাষ্ট্রের সাথে এই চুক্তি, যা আমাদের সামরিক বাহিনীর জন্য প্রকৃতই লজ্জা বয়ে নিয়ে এসেছে! কতই না গভীর দালাল শাসকগোষ্ঠীর এই ষড়যন্ত্র, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতের নির্দেশ মোতাবেক বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া! বাস্তবিকভাবে বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে এটা কোন চুক্তিই নয়; বরং এটা হচ্ছে ঘৃণ্য হাসিনা সরকার কর্তৃক দেশের জনগণের সম্পদ ও আত্মমর্যাদাবোধকে বন্ধক রেখে ইসলামের এই চরম শত্রুরাষ্ট্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ 'সহযোগিতা'।

আদর্শিক (ইসলামী) ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বসমূহ বিবেচনায় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর অপরিহার্য লক্ষ্য হচ্ছে ভারত জয় করা - যা আমাদের সাহসী অফিসার ও সৈনিকদের হৃদয়ের আজন্ম লালিত স্বপ্ন। এমনকি ভারতের জন্যও বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ভয়ঙ্কর এক হুমকি হিসেবে বিবেচিত, কারণ ২০০১ সালে যখন ভারত আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে তখন পাদুয়া ও রৌমারী সীমান্তে তাকে লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করতে হয়। কিন্তু, হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারত তাদের সহযোগীতায় ২০০৯ সালে পিলখানায় নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, এবং আমাদের সামরিক বাহিনীকে চিরতরে পঙ্গু করতে একের পর এক পৈশাচিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়ন করে চলেছে। এই ৫০০ মিলিয়ন ডলারের তথাকথিত সহযোগীতামূলক (!) প্রকল্প এই ষড়যন্ত্রেরই অংশ, যার মাধ্যমে আমাদের সামরিক বাহিনীকে ঋণের বেড়াজালে বন্দি করা হবে, এবং ভারতের পুরনো ও বাতিল সমরাস্ত্রের উপর নির্ভরশীল করে তোলা হবে, যদিওবা এই ভারতই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।

উপরন্তু, ভারতের নিকট পুরোপুরি বিক্রি হয়ে যাওয়া ছাড়া কারো পক্ষে নিম্নমানের ভারতীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় করা সম্ভব নয়; তার উপর ভারত নিজেই যেখানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ অস্ত্র আমদানিকারক দেশ! সেই ভারত যেহেতু অস্ত্র আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানীকারক দেশে পরিণত হতে চায়, যা তাদের প্রতিরক্ষা উৎপাদন সচিব অজয় কুমারের বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে (ইন্ডিয়া টুডে, এপ্রিল ৫, ২০১৮); তাই, হাসিনা সরকার তার ভারতীয় প্রভুদের এই স্বপ্ন পূরণে ঋণের টাকায় তাদের কাছ থেকে নিকৃষ্ট মানের সরঞ্জামাদি ক্রয় করছে, এবং জাতিকে ঋণগ্রস্থ করছে। তাছাড়া, যেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী নিজেই টানা দ্বিতীয় বারের মতো তাদের নিজস্ব তৈরী রাইফেল ব্যবহারে অস্বীকৃতি জানিয়েছে কারণ এগুলো কাঙ্খিত মান উত্তীর্ণে ব্যর্থ, এবং তাদের অর্জুন ট্যাংক, হালকা যুদ্ধবিমান ও বুলেট-প্রুফ জ্যাকেটের মতো সরঞ্জামাদি নিম্নমানের হওয়ায় চীন ও পাকিস্তানের স্পর্শকাতর সীমান্তসমূহে প্রায়শই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ছে ("অভিজাত সমরাস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে ভারত চীনের সাথে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত", দি ইকোনমিক টাইমস্, ফেব্রুয়ারী ০১, ২০১৮), সেখানে কিভাবে এসব অচল সামরিক সরঞ্জামাদি ক্রয়ের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে! যদিনা শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষ থেকে ভারতকে ঘুষ দেয়াই প্রকৃত কারণ হয়ে থাকে, যাতে পুনরায় তারা ক্ষমতায় আরোহন করতে সক্ষম হয়।

হে নিষ্ঠাবান সামরিক অফিসারগণ! আর কতদিন আপনারা এই অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করবেন, যা এই দালাল সরকার তার মুশরিক প্রভুর সমর্থনে আপনাদের জন্য বয়ে নিয়ে এসেছে। পিলখানা হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে ঘৃণ্য ভারত আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে, যাতে সে আপনাদের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানটিকে পর্যায়ক্রমে ধ্বংস করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং আপনারা তার দয়ার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এই লক্ষ্যে প্রথমত, আপনাদেরকে ভারত অধীনস্থ যৌথ মহড়াসমূহে যোগদানে বাধ্য করা হয়েছে, যাতে আপনারা আপনাদের সহযোদ্ধাদের নৃশংস হত্যাকারী ও বর্বরভাবে দেহ বিকৃতকারী মুশরিকদের নেতৃত্বে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন। এবং, এই চুক্তির পর এখন আপনারা বর্তমান বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অচল ও নিম্নমানের ভারতীয় অস্ত্র ক্রয়ের মাধ্যমে পুনরায় নিগৃহীত হবেন, ফলে যুদ্ধের সময়ে ভারতের মোকাবিলায় আপনারা দুর্বল এক সামরিক বাহিনীতে পরিণত হবেন। এসব ঘৃণ্য দালাল শাসকেরা আপনাদের জন্য কেবলমাত্র লজ্জা ও অসম্মান বয়ে আনতে পারে, কারণ তারা আপনাদের ধ্বংস কামনাকারী কাফির ও মুশরিকদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে, এবং তারা সেই পথ গ্রহণ করেছে যা আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া জাল নিষেধ করেছেন:

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরাতো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করে।" [সূরা মুমতাহিনা: ১]

হে সাহসী সামরিক অফিসারগণ! হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আমির, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিবিদ শেখ আতা বিন খলিল আবু আল-রাশতাহ্'র সাহসী নেতৃত্বে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হিযবুত তাহ্‌রীর-এর প্রতি আপনাদের আনুগত্য প্রকাশের এটাই আদর্শ সময়। এই উদ্ধত, মুশরিক রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়ার এটাই উপযুক্ত সময়, কেননা ভারতের কম্পট্রোলার এবং অডিটর জেনারেলের (CAG) বক্তব্য অনুসারে, যুদ্ধ শুরু হলে দশ দিনের বেশি লড়াই করার মতো পর্যাপ্ত গোলা-বারুদ ভারতের নেই ('দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ পরিচালনার মতো পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ভারতের নেই, সি.এ.জি. (CAG) প্রতিবেদনে উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ইন্ডিয়া টুডে, জুলাই ২৩, ২০১৭)। এসব বিশ্বাসঘাতক শাসকদের শৃঙ্খল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করুন, যারা শত্রুর মোকাবিলায় আপনাদেরকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে ভারতের সামনে আপনাদেরকে বিপজ্জনকভাবে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আপনাদের মহান পূর্বপুরুষ সা'দ বিন মুয়ায (রা.) এবং মুহাম্মাদ বিন কাসিমের (র.) মতো সেনাপতিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন, এবং মর্যাদা ও সম্মানের দিকে পবিত্র হৃদয় নিয়ে অগ্রসর হোন; কারণ আপনারা যদি ইসলাম ও এর দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রওনা হন তবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সাওবান হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন: **"আমার উম্মতের দু'টি দলকে আল্লাহ্ জাহান্নামের অগ্নি থেকে সুরক্ষিত করেছেন: একটি দল যেটি ভারত জয় করবে এবং আরেকটি দল যেটি 'ঈসা ইবনে মারিয়াম-এর সাথে থাকবে।"** [আহ্‌মাদ এবং আন-নিসাই]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ